দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 07 AUG 1987
পৃষ্ঠা 2 কলাম 1

039

দৈনিক
ইত্তেফাক
বৃহস্পতিবার, ১০ই ভাদ্র, ১৩৯৪

পরীক্ষকদের উপরে চাপ

প্রকাশ, পাবনা জেলার পরীক্ষকবৃন্দ এক নূতন সমস্যার কবলে নিপতিত হইয়াছেন। রাজশাহী মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের চলতি বছরের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের পক্ষ হইয়া কিছুসংখ্যক 'যুবক' পরীক্ষকদের বাড়ী বাড়ী গিয়া সংশ্লিষ্ট পরীক্ষার্থীদের পাস করাইয়া দেওয়ার দাবী জানাইয়াছে। পরীক্ষকবৃন্দ সংশ্লিষ্ট খাতাগুলি তাহাদের নিকট নাই এই কথা জানাইয়া যুবকদের ফিরাইয়া দেওয়ার প্রয়াস পাইলে যুবকেরা চ্যালেঞ্জ দিয়া বলে যে, কাহাদের নিকট কোন কলেজের কোন উত্তরপত্র আছে, তাহা সঠিকভাবে জানিয়াই তাহারা আসিয়াছে। সুতরাং অস্বীকার করিয়া লাভ নাই। আমাদের পাবনাস্থ সংবাদদাতা জানাইয়াছেন, বিভিন্ন মহল হইতে এইমর্মে সন্দেহ পোষণ করা হইতেছে যে, অতি গোপনীয় এই তথ্য সম্ভবতঃ বোর্ডের একশ্রেণীর অসৎ কর্মচারীর দ্বারাই ফাঁস হইয়া গিয়াছে। অবশ্য পরীক্ষার খাতা কেলেঙ্কারির ইহাই নূতন ঘটনা নয়। তবে, এই ধরনের ঘটনায় প্রমাণিত হইতেছে যে, আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা, পরীক্ষা পদ্ধতি এবং পাস-ফেল ইত্যাদি এক-শ্রেণীর দুর্নীতিবাজ বোর্ড কর্মচারী, যথেচ্ছ নকলকারী শিক্ষার্থী এবং ক্ষেত্র বিশেষে একশ্রেণীর পরীক্ষকেরও জিম্মি হইয়া দাঁড়াইয়াছে।

এমনও সংবাদ ইদানীং এন্তার প্রকাশিত হইতেছে যে, একশ্রেণীর ফেল করা ছাত্র মিছিল করিয়া পাসের জন্য বিক্ষোভ প্রদর্শন করিয়াছে, কেহ কেহ আবার দাবী তুলিয়াছে পরীক্ষা ব্যতিরেকেই পাশ করাইয়া দেওয়া হউক। এদিকে এই মর্মে প্রচুর সংবাদ পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হইতেও দেখা গিয়াছে যে, বিভিন্ন বোর্ডের একশ্রেণীর কর্মকর্তা ও কর্মচারীর দুর্নীতির কারণে বহু ভাল পরীক্ষার্থীর রেজাল্ট খারাপ হইতেছে; খারাপ পরীক্ষার্থীরা ভাল রেজাল্ট করিতেছে। পরীক্ষার খাতা রিএকজামিন করিবার ব্যবস্থাটি নিজেদের জন্য এমন সুবিধা-জনকভাবে আইনের কিংবা নিয়মের আওতায় রাখা হইয়াছে যে, যাহাদের ছাত্র পরীক্ষক, কিংবা বোর্ডের কাহারও কোন কেলেঙ্কারি সাধারণ্যে প্রকাশ হইতে না পারে। আমরা ইতি-পূর্বেও পরীক্ষার খাতা রিএক-জামিন করাইবার ব্যাপারে সুষ্ঠু নীতি নিয়ম ও পদ্ধতি চালু করিবার উপরে গুরুত্ব আরোপ করিয়াছিলাম। বলিয়াছিলাম, খাতা রিএকজামিনের বিষয়টা যেন শুধু মার্ক কাউন্টিং-এর মধ্যে সীমাবদ্ধ না থাকে। কেননা, গোটা শিক্ষা ব্যবস্থায় অধুনা যে ধরনের অনিয়ম ও বিশৃঙ্খলা চলিতেছে, পরীক্ষার পদ্ধতি ও ফলাফল প্রকাশের মধ্যেই উহার সাবিক গলদ পুঞ্জীভূত হইয়া দেখা দিয়াছে। কেহ কেহ পরীক্ষার পদ্ধতি বদলাইবার উপরে জোর দিতেছেন। কিন্তু উহা সময় সাপেক্ষ ব্যাপার।

উপস্থিত ক্ষেত্রে যে পদ্ধতি চালু রহিয়াছে--তাহার মধ্যে যে গলদ ঢুকিয়া পড়িয়াছে, সেই গলদ সর্বাগ্রে দূর করিতে হইবে। নতুবা পরীক্ষার্থীরা শুধু পরীক্ষকদের বাড়ীতে চড়াও হইয়া ক্ষান্ত থাকিবে না, তাহারা মিছিল করিয়াও পাসের দাবী উঠাইবে। সারা বছর পড়াশুনা না করিয়াও পাসের সার্টিফিকেট লাভের জন্য ছলে-বলে-কলে-কৌশলে প্রয়াস চালাইয়া যাইবে। এই জন্যই উপস্থিত ক্ষেত্রে পরীক্ষার খাতা রিএক-জামিন করিবার বিষয়টিই সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক করা অত্যন্ত জরুরী বলিয়া আমরা মনে করি। কারণ একশ্রেণীর পরীক্ষক, নকলবাজ ছাত্র, পেশীওয়ালা চাপ সৃষ্টিকারী ও দুর্নীতিবাজ বোর্ড কর্মচারীর জন্য ভাল ছাত্র-দের চিরকাল ধরিয়া গুণাগারি দিতে হইবে; দিনের পর দিন ধরিয়া মর্ম যাতনায় ভুগিতে হইবে, ইহা জাতির জন্য মোটেও কল্যাণকর হইতে পারে না।